| R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/0)-1

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার – সম্পাদক

১০১ বর্ষ
৩০শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১লা পৌষ ১৪২১
১৭ই ডিসেম্বর, ২০১৪
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

জালি ওজন প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক-ভাবেই মানুষ ঠকছে—অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জে 'ইন্সপেক্টর অফ লিগাল মেট্রোলজি' দপ্তর চালু আছে। যাকে সহজ কথায় 'কাঁটাবাটখারার অফিস বলে। মহকুমা শাসকের অফিস চত্বরে এই দপ্তর চালু থাকলেও নিযুক্ত অফিসারের কোন তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় না। বাজারে মান্ধাতা আমলের কাঁটা বাঁটখারায় আজও সবজি, ফল, মাছ, মাংস সব কিছুই বিক্রী হচ্ছে। সোনা-চাঁদির দোকানগুলোতেও একই অবস্থা। প্যাকেটবন্দী মুড়ি, চানাচুর, পাউরুটি ইত্যাদির গায়ে তারিখ ও ওজন উল্লেখ থাকলেও তাতে প্রচুর হেরাফিরি লক্ষ্য করা যায়। এ সব কিছু দেখার জন্যেই এই দপ্তর সরকার থেকে চালু করা হয়েছে। (শেষ পাতায়)

রাস্তার বেহাল অবস্থা–মেরামত মানেই চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের মিঠিপুর অঞ্চল অফিস থেকে বাজার পর্যন্ত পিচ রাস্তাটির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বড় বড় পাথরের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে স্কুল ছাত্র-ছাত্রী, পথচারী ও যানবাহনের চলার পথ দুর্গম করে তুলছে। প্রধান মন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় রাস্তাটি তৈরী হলেও নির্দ্ধারিত পাঁচ বছর সময়কালে মেরামত হয়নি। বছর দু'য়েক আগে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তাটি সারাতে এলে স্থানীয় মানুষজনের বাধায় ঠিকাদার কাজ করতে পারেনি। (শেষ পাতায়)

মিষ্টি প্রেমী এবং চা প্রেমীরা কি জানেন ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : ইদানীং প্রচুর পরিমাণে তেজস্ক্রিয় কেমিক্যাল মেশানো গুঁড়ো দুধ বি.এস.এফ ও পুলিশের সহযোগিতায় দিনে রাতে বাংলাদেশ থেকে চলে আসছে। নানা খাদ্যে ঐ সব কেমিক্যাল শরীরে প্রবেশ করে ক্যান্সার, কিডনী নষ্ট, হার্টের নিরাময়বিহীন অসুখে বহু মানুষ মারা যাওয়ায় বাংলাদেশে প্রচুর মিষ্টি বা চায়ের দোকান সরকার থেকে নাকি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ঐ সব দুধের ছানায় এই মহকুমার প্রায় সব দোকানেই মিষ্টি বা দই তৈরী হয়। এই সব জিনিস খেয়ে হজম দুর্বলতায় প্রায় পরিবারের মানুষ ভুগছে। পুলিশ বা প্রশাসন এ ব্যাপারে নীরব কেন ?

চুরির কোন কিনারা হয়নি

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক কাশীনাথ ভকতের অনুপস্থিতিতে তাঁর রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলার বাড়ীর বাথরুমের গ্রিল ভেঙে দুঃকৃতীরা ভেতরে ঢোকে। ঘরের তালা ভেঙে, আলমারির তালা ভেঙে ৪০-৪৫টি কাঁসা পেতলের বাসন, ২৫ ভরি মতো চাঁদির গয়না, আড়াই ভরি সোনার গয়না, বেশ কয়েকটি গরম পোষাক ইত্যাদিকে প্রায় দু'লক্ষ টাকার সামগ্রী নিয়ে যায়। ঘটনার পর থানায় ডায়রি (শেষ পাতায়)

দু'বছর ধরে গা ঢাকা দিয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার ১ ও ২ নম্বর ওয়ার্ডের জয়রামপুরে প্রায় দু'বছর আগে তরুণ কনষ্টেবল সুমন্ত হালদার দুঃকৃতীদের হাতে খুন হয়। পুলিশ ঐ এলাকার ৬৩ জনকে আসামী করে ওয়ারেন্ট জারী করে। এর মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক অভিযুক্ত জামিন নেয়। অনেকে জামিনের প্রত্যাশায় হাইকোর্টে আশ্রয় নেয়। বাকি দুঃস্থরা জামিনে তদ্বির তদারকিতে ব্যর্থ হয়ে আজও লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। এ খবর দেন এলাকার কাউন্সিলার ও বর্তমান চেয়ারম্যান মোজাহারুল ইসলাম।

বিশ্ব কম্পিউটার স্বাক্ষরতা দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জের 'ন্যাশনাল ইয়ুথ কম্পিউটার লিট্রারেসি ড্রাইভ' বিশ্ব কম্পিউটার স্বাক্ষরতা দিবসকে স্মরণ রেখে ২ ডিসেম্বর এক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। স্থানীয় ব্লকের দেউলি ৮৪ নং কে, কে প্রাঃ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ল্যাপটপের দ্বারা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বিনা ব্যয়ে এই প্রশিক্ষণের জন্য স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা পৌষ, বুধবার, ১৪২১

শীতের বেলায়

শীতকে বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত ঋতু বলিয়া মনে করিলেও বোধ হয় তাহা বলা সঙ্গত হইবে না। শীতের উত্তুরে বাতাসে কনকনানি আছে আর সেই শৈত্য জীবজগতে রুক্ষতা বহিয়া আনে, ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই। গাছ-গাছালি হইতে পাতাও খসিয়া পড়িতে থাকে তাহাও দৃশ্যমান। কবিদের কেহ কেহ তাহাকে ভাল চোখে দেখেন নাই। বিশেষ করিয়া মুকুন্দরামের চোখে এবং অনুভবে শীত তেমন ভাল ঝলিয়া প্রতিভাত হয় নাই। তবে তাঁর দৃষ্টিকোণ ছিল সমাজের নীচে তলার মানুষের জীবন যন্ত্রণার দিকে। অবশ্য পাশাপাশি তিনি বলিয়াছেন--- 'পৌষে প্রবল শীত সুখী জনে।'

সময়ের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। পরিবর্তিত হইয়াছে সমাজ, জীবন, জীবনধারা। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও আসিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে। উত্তুরে হিমানীর আগমনের সাথে গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে নবান্নের মধ্য দিয়া সূচিত হয় পৌষ পার্বণের পালা। পিঠেপুলির গন্ধে ভরিয়া উঠে গৃহস্থের আঙিনা। মাঠে মাঠে শাকসব্জির সবুজ সমারোহ। হাটে বাজারে তাহাদের সজীব শ্যামল প্রদর্শনী। পল্লীর বাতাসে ভাসতে থাকে অতারসির গান, নলেন গুড়ের মিষ্ট মধুর গন্ধ।

ধান উঠিলেই গ্রামের মাঠে, বাগানে শুরু হইয়া যায় পৌষালো। এখনও তাহার ব্যতিক্রম নাই। বরং অনেক বেশি মাত্রা পাইয়াছে আয়োজনে অনুষ্ঠানে। শহরে শীতের এখন বড় আকর্ষণ চড়ুই-ভাতি বা পিকনিক আর নানা ধরনের মেলানুষ্ঠান। পিকনিক স্পট এখন নানা স্থানে। কুশীলবদের কুচকাওয়াজ সেই সব স্থানে মাইকে নিনাদিত, নিবেদিত চড়া সুরের গানে এবং তাহাদের দেহভঙ্গীর ছন্দিল কসরতে।

খেলার ময়দানেও তাহার উপস্থিতি। ক্রিকেটের পিচে চলিয়াছে বল আর বোলিং-এর গড়াগড়ি, ব্যাটে-বলে দস্তুর মতো লড়ালড়ি। শীতের গরম রোদ গায়ে মাখিয়া দর্শক সাধারণের উৎসাহ-উদ্দীপনা---উত্তেজনার উত্তাপে পারদের উঠা-পড়া। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় শীত যতই কষ্টদায়ক হউক, রুক্ষ ধূসর হউক, সে বহন করিয়া আনে প্রাণের, গানের উচ্ছলতা। শীতের মধ্যে রহিয়াছে বসন্তের পূর্বাভাস।

পুরাতনী

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের প্রথম শ্রেণীর বিচারকের এজলাসে ট্রাক চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত সূচা সিং নামক এক ব্যক্তির বিচারের দিন ধার্য্য ছিল। বিচারক আসামীর জামিনের আবেদন মঞ্জুর না করিয়া তাহাকে ১৫ই মার্চ পর্য্যন্ত হাজতবাসের হুকুম দেওয়ায় আসামী ক্রোধান্ধ হইয়া বিচারাসন লক্ষ্য করিয়া পাদুকা নিক্ষেপ করে। আদালত অবমাননার জন্য আসামীকে দুই শত টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে এক মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

প্রকাশকাল –১৩৭২

বাঙালীর পিঠেপুলি বনাম কেক, চাউমিন, কর্ণফ্লেক্স

কল্যাণকুমার পাল

শীত আসে বাংলার উঠোনে। ডালা ভরে যায় পাকা ফসলে। আকাশ তাই খুশী। মিষ্টি রোদ ছড়িয়ে যায় মাটির পৃথিবীতে। গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া আর রং বেরঙের পাপড়ি মেলে ধরে। বাঙালীর মনেও তখন উঁকি দেয় আনন্দের উৎসবের। ভোজন রসিক---খাবারেই তার আনন্দ। তাই শীতের আগমনেই বাঙালী পিঠেপুলি, ক্ষীর পায়েসে মেতে উঠে। পিঠেপুলি যেন বাঙালীর একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি।

বাংলার কবি সাহিত্যিকরা এই পিঠেপুলি, ক্ষীর পায়েস এর কথা নিপুণ হাতে তুলে ধরেছেন, চিত্রিত করেছেন। কবি নজরুল তাঁর "অঘ্রাণের সওগাত" কবিতায় লিখেছেন : "বৌ করে পিঠা "পুর" দেওয়া মিঠা দেখে জিভে সরে জল"। এই কবিতায় আর একটি সুন্দর চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন---"গিন্নী পাগল চালের ফির্‌ণী/তশতরী ভরে নবীনা গিন্নী/হাসিতে হাসিতে দিতেছে স্বামীরে, খুশীতে কাঁপিছে হাত/ফির্‌ণী রাঁধেন বড় বিবি, বাড়ী গন্ধে তেলেস্‌মাত।"

রবীন্দ্রনাথ শীতকাল সম্পর্কে বলেছেন---'পৃথিবীর ডালাটি পাকা ফসলে পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য সে ব্যস্ত ... আর ঘরে ঘরে নবান্ন আর পিঠেপুলির উদ্যোগে ঢেঁকিশাল্য মুখরিত।"

আজ আর বাঙালীর ঘরে ঘরে সেই ঢেঁকি নেই---নেই পিঠেপুলির এত আয়োজন। পৌষে ডেকে ডেকে মিঠে পিঠেপুলি খাওয়ানোর মানসিকতাও আজ আর নেই। পৌষ-পার্বনে পিঠেপুলির যে উৎসব হয়---সেই উৎসবের রঙ আজ ফিকে হয়ে আসছে। বাঙালীর নিজস্ব সৃষ্টি পিঠেপুলিগুলি হারিয়ে যেতে বসেছে। আর সেখানে দিব্যি জায়গা করে নিয়েছে কেক, প্যাটিস, চাউমিন, ম্যাগি আর কর্ণফ্লেক্সের মতো বিদেশী খাবার।

বাঙালীর যৌথ পরিবারগুলি ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেছে পিঠেপুলির অস্তিত্ব রক্ষার সমস্যা। অণু পরিবারে একজন গৃহিণীর পক্ষে পিঠেপুলি তৈরী সম্ভব হচ্ছে না---পরিশ্রম, ধৈর্য্য আর নিজের হাতে খাবার তৈরী করে খাওয়ানোর আনন্দ তাই আজ বিলুপ্ত। বিজ্ঞানের গতির যুগে সময়ও কম। মানুষ তার কর্মেই সদা ব্যস্ত। অতএব ফির্‌ণী বা পায়েস রাঁধার জন্য 'বাড়ী গন্ধে তেলেসমাত" হয় না। পিঠেপুলির উদ্যোগে রান্নাশালাও মুখরিত হয় না। পিঠেপুলি এখনো কম মাত্রায় হলে সেখানে উৎসবের আনন্দ থাকে না। ছেলে বা মেয়ের জন্মদিনে আজ আর পায়েস নয় কিংবা পায়েস হলেও সেটা মুখ্য নয়। কেকই প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। কেক ছাড়া জন্মদিন পালন করার কথা ভাবাই যায় না। জন্মদিনে কেক কাটা হচ্ছে নির্দ্বিধায়---এটাই নাকি বাঙালীর সংস্কৃতি ! বড়দিনে কেক, নববর্ষে কেক, বিবাহ বাষিকীতে কেক, চড়ুইভাতি বা বনভোজনের জল খাবারের

.(শেষ পাতায়)

ভাষা হোক হৃদয়ের

শান্তনু সিংহ রায়

বিখ্যাত প্রাবন্ধিক এস ওয়াজেদ আলি তাঁর 'ভারতবর্ষ' প্রবন্ধে এক জায়গায় লিখেছিলেন, 'সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে।' ভারতীয় সংসদে অ কথা, কু-কথার ধারা আজও বহমান। সম্প্রতি সস্তা জনপ্রিয়তার লোভে সাংসদ থেকে মন্ত্রী, বিধায়ক থেকে মুখ্যমন্ত্রী সকলের একই ধারা। অ-সংসদীয় কথা বার্তা বলে 'হাততালি' কুড়ানোর মধ্যে কোন বাহাদুরি নেই। যা আছে, তা হল একরাশ লজ্জা এবং ঘৃণা। ভারতীয় তথা বাঙালী সংস্কৃতি এই সমস্ত 'নির্লজ্জ সাংসদ' মন্ত্রী, বিধায়ক থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে 'বাহবা' দেয় না। প্রভাব পড়ে সমাজ জীবনে। সংবাদপত্র এবং দূরদর্শনের সৌজন্যে এই সব মন্তব্য পৌঁছে যাচ্ছে বাড়ীর অন্দরে। যা ছোট থেকে বড় সবাই আমরা আন্দোলিত হই। প্রশ্ন জাগে তাহলে কেন বার বার রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা এই সব 'কথাবার্তা' বলে সংবাদ শিরোনামে আসছেন। মনবিচ্ছনীরা এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে পারবেন। সোজা চোখে যখনই অস্তিত্ব বিপন্নতার সংকেত ভেসে আসে, তখনই এই সমস্ত কদর্য ভাষা নেতা-নেত্রীদের মুখ থেকে নিঃসৃত হয়। আমজনতা এর তীব্র নিন্দা করে। অত্যধিক আত্মতুষ্টি থেকেও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য এর অন্যতম কারণ বলেই মনে হয়। সি.পি.এম থেকে কংগ্রেস, বি.জে.পি থেকে তৃণমূল কোন দলই এর বাইরে নয়। তাই 'বাম্বু' এবং 'হারামজাদা'র ব্যবহার এবং প্রয়োগ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রিয় মন্ত্রীর মুখে কতটা 'শোভন' তা কি তাঁরা চিন্তা করে দেখেছেন। সুশান্ত ঘোষ, অনিল বসু, বিনয় কোঙার, আনিসুর রহমান, তাপস পাল, সাধী নিরঞ্জনা এবং মমতা ব্যানার্জী প্রত্যেকেই সংসদীয় ব্যবস্থায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশের মানুষ। তাদের ভাষার প্রয়োগ তাই আমাদের ভাবিত করে। এ কোন্ গণতন্ত্র ? শুধুমাত্র ক্ষমতার দম্ভ থেকে এ ধরনের কদর্য ভাষার প্রয়োগ। অবিলম্বে এ 'ট্রাডিশন' বন্ধ না হলে, যে শব্দ-বন্ধের মাধ্যমে অনেক বেশি কথা বলা যায় তা, 'বাম্বু' বা 'হারামজাদা' কালচারে পরিণত হবে। গ্রাম্য ভাষায় একটি কথা প্রায়ই শুনি, 'পড়াবি তো পড়া পো, না পড়াবি সভায় থো'। রসরাজ অমৃতলাল বসুর রচনায় এ কথার প্রথম প্রয়োগ পাই। দাদাঠাকুরের প্রবর্তিত 'জঙ্গিপুর সংবাদ' ইতিমধ্যেই শতবর্ষ অতিক্রম করেছে। জঙ্গিপুর পুরসভার এক সভায় জনৈক সদস্য অন্য সদস্যদের 'তুমি' বলে সম্বোধন করেন। বিষয়টি সম্পাদক-সাংবাদিক দাদাঠাকুরের নজর এড়ায়নি। এই অভব্যতার জন্য তিনি প্রতিবাদ করেন জঙ্গিপুর সংবাদে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ এপ্রিল সংখ্যায় শ্লেষাত্মক অথচ কঠোর ভাষায় সম্পাদকীয় লিখে। শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ওই লেখার শেষে এই প্রবাদটির উল্লেখ করেন। ভাষা কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রধান ধারক ও বাহক। কিন্তু এখন তা পীড়ন ও ধর্ষণের কারণ। আগে ছেলে মেয়েরা পড়াশুনা না করলে,গুণী সভায়

(৩ পাতায়)

পণ্ডিচেরীতে নলিনীকান্ত

কৃশানু ভট্টাচার্য্য

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)... এরই পাশাপাশি আরেকটি অভিজ্ঞতাও একটু শোনা যাক--নলিনীকান্তের অপরিচিত এক ভদ্রলোক তাঁকে গান গাইবার জন্য নিয়ে গেছেন এক বাগান বাড়িতে। সেখানে সবাই মদ্যপ। নলিনীকান্ত এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। গৃহস্বামীর তখন মত্ত অবস্থা। তিনি হইস্কি গেলাশে ঢেলে নলিনীকান্তের মুখের কাছে ধরলেন। এমন সময় যিনি তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি তাঁর কানে কানে কি যেন বললেন। তখন গৃহস্বামী কোনোরকমে পা দু'খানা খাড়া রেখে বলতে আরম্ভ করলেন--"হইস্কি অফার করে আমি নলিনীকান্তের কাছে যে অপরাধ করেছি, এই প্রকাশ্য সভায় তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। নলিনীবাবু স্বদেশী আন্দোলনের লোক, দেশকে স্বাধীন করার জন্য ইনি কি না করেছেন, বোমা পিস্তল ছোঁড়া, ডাকাতি করা, জেলে যাওয়া, আন্দামানে যাওয়া এমন কি ফাঁসীতে পর্যন্ত ঝুলেছেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি নিরুদ্দেশ। ঘণ্টাখানেক পরে তাঁর আবির্ভাব ঘটল, হাতে গেলাশ, ফেনায় ভরা, ঘর্মাক্ত কলেবর। গেলাশটি নলিনীকান্তের সমানে ধরে হাঁসফাঁস করতে করতে তিনি বললেন "অনেক কষ্টে গোজাড় করেছি, নলিনীবাবু, বিলিতি বলে আপনি হইস্কি খেলেন না।'

[আমি যাঁদের দেখেছি--পরিমল গোস্বামী -পৃষ্ঠা :১২৬]

'হাসির অন্তরালে' বইটিকে পরিমল গোস্বামী বলেছেন নলিনীকান্তে -র জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ। তার প্রধান কারণ এতে তিনি নিজেকে এবং নিজের ব্যক্তিগত নানা পরাজয়কেও বাস্তব দৃষ্টিতে কিছু দূর থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন। এর অনেক কাহিনীতেই কিশোরসুলভ একটি মনের পরিচয় পাওয়া যায়।" [তদেব পৃষ্ঠা : ১২৬]

'হাসির অন্তরালে প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল যুগান্তর পত্রিকাতে এবং তার পিছনে পরিমল গোস্বামীর অবদান সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য ছিল। পণ্ডিচেরী প্রবাসে নলিনীকান্তের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ শ্রদ্ধাস্পদেষু'। 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' গ্রন্থে নলিনীকান্ত তাঁর সঙ্গে যেসব মানুষের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল তাঁদের কথাই লিখেছিলেন। ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণার পাশাপাশি তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কাজেরও একটা ছবি তুলে ধরেছিলেন সময়ের কথাকার। এই বইতে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, দীনেশচন্দ্র সেন, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, যোগী বরদাচরণ, সাধু রামদাস, মহারাজা জাগদীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, জলধর সেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কাজী নজরুল ইসলামের কথা। এদের সকলের কথাই অবশ্য টুকরো টুকরো করে 'আসা যাওয়ার মাঝখানে' বইতেও আছে।

আসা যাওয়ার মাঝখানে'র দ্বিতীয় পর্বর কাজ প্রায় শেষ হবার সামান্য আগে নলিনীকান্তের প্রয়াণ। সেই অংশটা কিছুটা সম্পূর্ণ করেন তার কন্যা গীতা সরকার। আর পরের অংশ পণ্ডিচেরীতে নলিনীকান্তের জীবনের স্মৃতিগুলো তাঁর প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় হারিয়ে যায়।

২০১৪ এর জানুয়ারীতে দেখা হয়েছিল বর্তমানে পণ্ডিচেরী আশ্রমের প্রবীণতম আশ্রমিক বকুল সরকারের সঙ্গে। বকুলদি নলিনীকান্ত সরকারের ছোট মেয়ে। থাকেন পণ্ডিচেরীতে গিয়ে শ্রী অরবিন্দ যে বাড়ীতে উঠেছিলেন সেই বাড়ীর দোতলায়। প্রবীণার স্মৃতিতে কলকাতার ছবি খুবই ফিঁকে। শ্যামবাজারের বাড়ী ছেড়ে পণ্ডিচেরী আসার পর জীবনের প্রায় সবটাই কেটেছে এই বন্দর শহরে। সমুদ্রের উদারতার সঙ্গে প্রতিনিয়তও থাকতে থাকতে মন হয়েছে আকাশের মত উদার। ঘরের ভিতরে রয়েছে নলিনীকান্ত , তাঁর স্ত্রীর ছবি। আর মনের ভিতরে রয়েছে বাঙালীয়ানার দখিনী সংস্কৃতির আপোষ করার নানা ছবি। দক্ষিণ ভারতে গিয়েও বাঙালীয়ানার রসনার স্বাদ ভুলতে পারতেন না নলিনীকান্ত। কিন্তু সেখানে তো আর সব ধরনের কাঁচামাল পাওয়া যায় না। তাই তাঁর স্বাদ বদলের জন্য মাঝে মধ্যে ইডলির তরকারি রান্না করতেন। বকুল দি বলেছিলেন সেই অদ্ভুত রন্ধনের কথা। ইডলিগুলো কেটে পিস পিস করে তেলে ধোকার মত ভেজে আলু দিয়ে তরকারি। ঐ পদটি ছিল নলিনীকান্তের খুব প্রিয়। এমনিতে আশ্রমের নিজস্ব রান্নাঘরে ডাল, ভাত, দুধ, পায়েস, পাউরুটি সবই সরবরাহ করা হত। তারই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর হেঁসেলও উঠে যায় নি সরকার পরিবারে।

(শেষ পাতায়)

চলতে-ফিরতে

আশিস রায়

বাড়িতেই হোক কিংবা রাস্তায়--চলতে-ফিরতে অনেক কিছু চোখে পড়ে--ঝগড়াঝাঁটি নয়, মারদাঙ্গা নয়, পথ দুর্ঘটনা নয়--এমন কিছু যা মনের দরজায় হঠাৎ-হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে যায়।

গ্রীষ্মের চোখ ঝলসানো দুপুর। আকাশ থেকে আগুন ঝরছে। পিচরাস্তা মেরামতির কাজ চলছে। চলন্ত স্টিম-রোলারের লোহার চাকায় লেগে-থাকা পাথরকুচি ভিজে ন্যাতা দিয়ে মুছতে মুছতে চলতে একটা অল্পবয়সি কালো মেয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে কিসব রসিকতা করে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে হেসে কুটিকুটি। মেয়েটার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মাথায় জড়ানো গামছা দিয়ে এক একবার মুছে নিচ্ছে। ধোঁয়ায় ধুলোয় একশা।

দুপুরের দিকে রোলারের ড্রাইভার জিরিয়ে নেবার জন্যে কোথায় চলে গেল। হয়তো খেতে গেল। কালো মেয়েটা অন্যদের সঙ্গে কাজ ছেড়ে রাস্তার একটা গাছের তলায় উবু হয়ে বসল। নোংরা গামছাটা দিয়ে কপাল গলা বুকের ঘাম মুছল। পাশেই একটা ধুলোভরা গর্তে এন্‌কেফেলাইটিসের পিতা-মাতারা চোখবুঁজে চার পা ছড়িয়ে শুয়ে--স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ডাঁই করে পড়ে-থাকা আটা-ময়দার বস্তার মতো। রাস্তার ধারের আগাছার একটা শুকনো ডাল ভেঙে সেটা দিয়েই মেয়েটা হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পিটটা চুলকে নিয়ে একটা পুঁটলি থেকে কিছু বের করে বসে বসে দুপুরের ক্ষিদেটা মেটাল। কি খেল কে জানে। হয়তো ভাদই চালের লাল-লাল মুড়ি কিংবা শুকনো খট্‌খটে দু'খানা রুটি। খেতে বসে অন্যদের সঙ্গে কথা বলছে আর হেসে গড়িয়ে পড়ছে। ড্রাইভার ততক্ষণে এসে গেছে। মেয়েগুলোকে ধমক দিয়ে বলছে--নে, উঠে পড়। কাজে লেগে যা। ওরা উঠল। রোলার চলতে শুরু করল। মেয়েটা বালতির জলে ন্যাতা ডুবিয়ে-ডুবিয়ে লোহার চাকার পাথরকুচি সাফ করছে। গুন্ গুন করে গানও গাইছে। পড়ন্ত বিকেলে ঠিকাদারের হাত থেকে টাকা গুনে নিয়ে ওরা ফিরে গেল। মজুরি কতই বা পায়।

কুলি-কামিনরা ফিরে গেছে। রাস্তায় এখন অন্য লোক। বাড়িতে ভরপেট খেয়ে পান চিবিয়ে সিগারেট টেনে অফিস-আদালত গিয়েছিল যারা তারা ফিরছে। প্রচণ্ড গরমে ওদের কপালের ঘাম শুষে নিয়েছে পকেটের রুমাল। পাশের লোক সেন্টের গন্ধ পায়। ওদের মুখ গম্ভীর। মুখে কথা নেই। সারা দিন ঠাণ্ডা-ঘরে বসে এখন ফিরছে। অসন্তোষ আর বিরক্তিতে কপালের রেখাগুলো স্পষ্ট। কালো মেয়েটার মতো এরা গান গেয়ে কাজ করে না। হাসতেও পারে না। অফিসাররা তাদের কখনো ধমকায় না। ধমকানোর সাহস-ই নেই। মাস গেলে বিশ পঁচিশ ত্রিশ হাজারের দরমাহা নিয়ে এরা বাড়ি ফেরে।

আমি মহা ধন্দে পড়েছি। কেউ গলদঘর্ম হয়ে স্টিম-রোলারের চাকা থেকে পাথরকুচি সরায়। ঘাম মুছতে মুছতে গান গায়। হেসে গড়িয়েও পড়ে। কেউ অশান্তি অসন্তোষের জ্বালায় মুখ গম্ভীর করে বাড়ি ফেরে। তারা হাসতে-ও ভুলে গেছে। আমি এই ধাঁধার উত্তর খুঁজে পাই না।

ভাষা থেকে হৃদয়ের .....

(২ পাতার পর)

ওঠবোস করবার পরামর্শ দেওয়া হতো। কিন্তু গণতন্ত্রের পীঠস্থানে সদস্যরা যে ভাষায় কথা বলেন, তা এই প্রজন্মকে কোন্ বার্তা দিচ্ছে। জন প্রতিনিধিদের ভাষার উপর সংযম এবং নিবিড় অনুশীলন দরকার। না হলে মুহূর্তের আবেগ বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে। ভাষা হোক হৃদয়ের। যেন কোন সময় পীড়নের কারণ না হয়। ভাষা ও শব্দ কতটা আনন্দদায়ক হতে পারে, তা মৃত্যুর আগে রোগশয্যায় দাদাঠাকুরের একটি কথার উল্লেখ করতে চাই। শয্যাগত শ্বশুরমশায়কে এক বলবর্ধক পানীয় খাওয়াতে এসেছেন তাঁর বধূ। তখন বউমাকে তিনি বলেন, 'চারধার লিক করছে, হরলিক্ আর কদিন ঠেকাবে।' তারপর হাতের বুড়ো আঙুল নেড়ে স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'আর লিঙ্গার করবে না, এবার ফিঙ্গার দেখাবে।' গ্রাম্য দাদাঠাকুর আজও অমলিন তাঁর সরস অথচ রুচিশীল ভাষার জন্য। তাই সুস্থ সংস্কৃতির স্বার্থে জন-প্রতিনিধি, সংবাদ মাধ্যমকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। সংবাদপত্র, দূরদর্শন খুলতেই খুন, ধর্ষণ অশ্লীল বিজ্ঞাপনে ছয়লাপ। এসব পারিবারিক পরিবেশ ও সংস্কৃতির উপর কী ভীষণ বিরূপ প্রভাব ফেলছে, তা ভেবে দেখা হচ্ছে না। তাই ভাষার প্রয়োগ থেকে সুন্দর, সুস্থ ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে, তা কোন মতেই সমাজকে যেন কলুষিত করতে না পারে। তাহলেই রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, নজরুলের মতো মনীষীদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা দেখানো হবে।

জালি ওজন প্রক্রিয়া ..... (১ পাতার পর)

সোনার দোকান, পেট্রোলপাম্প এইসব ওজন সংক্রান্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একটা রফা করে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখছেন বলে অনেকে অভিযোগ করেন। প্রত্যেক বছর কাঁটা বাটখারা রিনিউ এর প্রক্রিয়া চালু থাকলেও অফিসারকে খুশি করে অনেক ব্যবসাদার পুরোনো কাঁটা বাটখারায় বছরের পর বছর ব্যবসা চালাচ্ছে। সোনার দোকানে 'ওয়ার্কিং মডেল ব্যালান্স' সঠিক ওজন নির্দ্ধারণের জন্য কোলকাতা থেকে বছর বছর সার্টিফায়েড করে আনার নিয়ম চালু থাকলেও এখানে নাকি তা মানা হয় না বলে খবর। এ ব্যাপারে জরুরী তদন্তের জন্য মহকুমা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

রাস্তার বেহাল অবস্থা ..... (১ পাতার পর)

খবর, এরপর মেরামতি ছাড়াই চুক্তি মতো নির্দিষ্ট টাকা জেলা পরিষদের যোগসাজসে ঠিকাদার তুলে নেয়। ঘটনাটা বিডিওর নজরে আনলে তিনি নিরুপায় জানান। যে সময় স্থানীয় পঞ্চায়েত কংগ্রেস শাসিত এবং জেলা পরিষদ সিপিএমের অধীন ছিল। পরবর্তীতে ঐ দপ্তর তৃণমূলের হাতে এলেও এ নিয়ে কোন হেলদোল নেই।

চুরির কোন কিনারা ..... (১ পাতার পর)

করা হয় (নং ৯৩১/৪) তাং ২০-১০-১৪)। পুলিশ তদন্তে গেলেও এখন পর্যন্ত কেউ ধরা পড়েনি বা কোন মালপত্র উদ্ধার হয়নি। ঘটনাটি ১৮ অক্টোবরের। কাশীনাথ বাবু এখনও থানায় ঘুরে হয়রান হচ্ছেন।

বাঙালীর পিঠেপুলি বনাম .... (২ পাতার পর)

মধ্যেও কেক--সর্বত্রই কেক বাঙালীর মন ঘিরে ফেলেছে। ম্যাগি, চাউমিন, কর্ণফ্লেক্স আজ বাঙালীর রান্না ঘরে স্থান করে নিয়েছে। কচি কাঁচা শিশুদের স্কুলের টিফিনে কিংবা বড়দের জল খাবারে ঐ সব পাশ্চাত্য খাবার যথেষ্ট ব্যবহার হচ্ছে। খাবারগুলির সুবিধা এটাই যে--গতিরযুগে, ব্যস্ততার যুগে চট্ করে তৈরী করা যায়। কোন ঝক্কি ঝামেলা নেই। রং-বেরঙের প্যাকেটের মোড়কে রাখা খাবারগুলি তাই অনায়াসে ব্যস্ত বাঙালীর রসনায় তৃপ্তি দেয়। তাই বাঙালীর মিঠে পিঠেপুলি আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। তবে আনন্দের কথা এটাই যে পিঠেপুলির কোন বিকল্প হয় না। বাঙালীর পিঠেপুলি আজ উৎসবের মেজাজে টিকে থাকতে না পারলেও আন্তরিকতার ছোঁয়ায় এখনো বেঁচে আছে বাঙালীর মনে। গ্রামের নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং গরীব মানুষদের হৃদয়ে-হৃদয়ে--হারানো সুরের মাঝে।

পণ্ডিচেরী ..... (৩ পাতার পর)

এখনও বকুলদির রান্নাঘরে রয়েছে মশলার কৌটো, তেল, নুন, চিনি, বয়সের ভারে আর নিয়মিত না পারলেও মাঝে মধ্যেই রান্না করেন বকুল দি। তবে একটা আশ্চর্যের কথা বলেছিলেন বকুল দি। পণ্ডিচেরীতে এসে সংগীতের সঙ্গে নলিনীকান্তের সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। হাসির গান গাইতেন না একেবারেই। সাধারণ ধর্মসঙ্গীত, দু একটা দ্বিজেন্দ্র গীতি মাঝে মধ্যে খোলা গলায় গাইতেন, হারমোনিয়াম ব্যবহার করতেন না। অবশ্য সে সময় কলকাতায় মাঝে মধ্যে এলে আকাশবাণীতে স্মৃতিকথা, গান সবই রেকর্ড করে গেছেন। কিন্তু সমুদ্র তীরবর্তী ঐ শান্ত পরিবেশে কোনো কারণে গান আর গাওয়া হয়নি বাংলা প্যারোডি সাহিত্যের অন্যতম সেরা স্রষ্টা নলিনীকান্তের।

নলিনীকান্তের ৩৬ বছরের পণ্ডিচেরী বাসের সব ছবি সংগ্রহ খুবই সময়সাপেক্ষ কাজ। যে কয়টা ছবি সহজে সংগ্রহ করা গেল তাই'ই জঙ্গিপুর সংবাদ' এর পাঠকদের হাতে তুলে দিলাম। আগামীতে আরও কিছু ছবি পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি রইল। (শেষ)

পারি না বলেই পারি না

দেবাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি লেখক ; আমি কবি
তবু আমি ইচ্ছে করলেই
অমিতের সাথে লাবণ্যের বিয়ে দিতে পারি না।

সময় আছে ;
সব কিছুরই একটা সময় আছে
আর সেই সময়টাকেই আগে ভাগে
বোঝাও যায় না ; দেখাও যায় না।

যখন আনন্দ করার সময়
কেন যে আনন্দ করতে পারি না
যখন কাঁদার সময়
তখন কাঁদতেও তো পারি না।

রাণুর দুয়ারে পৌঁছেও কড়া না নেড়ে ফিরে আসি

বোধহয় সময়েরও একটা সময় আছে ;
সময়ের মোড়কে লুকিয়ে থাকে এক অদেখা সময়
আর মানুষ তাকেই খুঁজে মরে।

পারি বলেই
আমরা সব কিছু পারি না।

বলতে পারি না--
'রাণু ; দরজা খোলো আমি এসেছি'।
আমাদের প্রত্যেকের মনের গভীরে একজন রাণু থাকে
আর তাঁরই দরজায় আমরা মাথা খুঁড়ে মরি।

গোমাংস বোঝাই লরী পালটি

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতীর-১ এর আহিরণের কাছে গত ৭ ডিসেম্বর মধ্যরাতে একটি লরী ৩৪ নং জাতীয় সড়কে উল্টে যায়। তাতে অবৈধভাবে কাটা গোমাংস মালদা থেকে বারাসাত যাচ্ছিল বলে জানা গেছে। বিনা অনুমোদনে এরকম কসাইখানার কারাবার গোটা রাজ্যে সরকারী মদতে চলছে বলে অভিযোগ।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে
হোটেল ইন্ডিগো
(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩
সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জঙ্গিপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।
জঙ্গীপুর গিনি হাউস
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দালালপুকুর স এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।